দৈনিক বাংলা

011

তারিখ 10 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ২৩শে আশ্বিন ১৩৯৪ : ১০ই অক্টোবর, ১৯৮৭

প্রাথমিক শিক্ষার তদারকি

লালবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে আমাদের 'জনমত' কলামে ছাপা একটি চিঠিতে। দু'জন পত্রলেখক অভিযোগ করেছেন স্কুলটিতে সরকারী নিয়ম-কানুন মান্য হচ্ছে না এবং সেখানে শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিবেশও নেই।

শুধু লালবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েই নয়, মহানগরীর প্রায় সবক'টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েই অসন্তোষজনক অবস্থা বিরাজমান। বিদ্যালয়গুলি অবহেলা এবং ঔদাসীন্যের শিকার। নিয়ম মাফিক স্কুল থাকতে হয়, তাই স্কুলগুলি আছে। কিন্তু লেখাপড়া কতটা হয় সে এক প্রশ্ন বটে। সরকারী মাধ্যমিক স্কুল বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে যতটা যত্ন নেয়া হয়, প্রাইমারী স্কুলগুলির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বোধ করি ততটা সচেতন নন।

আসলে রাজধানীর সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলি এক ধরনের দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থার শিকার। দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থা মানে এ শহরেই শিশুদের জন্যে শানদার কিন্ডার গার্টেন, নার্সারী ও টিউটোরিয়াল হোম আছে—বিত্তবান অভিভাবকদের সন্তানরা সেখানে পড়াশোনা করে। বিপুল অর্থের বিনিময়ে এসব অভিজাত স্কুলে সুশিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু যারা অভিজাত স্কুলের মোটা ফি যোগাতে পারেন না তাদের সন্তানরা সরকারী প্রাইমারী স্কুলেই যায়। সেখানে কিন্ডার গার্টেন বা নার্সারীর সমতুল্য শিক্ষা দূরে থাক নিয়মমাফিক লেখাপড়াও হয় না। নগরীর সব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে হয়ত একথা বলা যাবে না, কয়েকটি স্কুল ভালই চলে, তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য।

এ দ্বৈত ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দারুন এক বৈষম্যমূলক অবস্থা বিরাজ করছে। ভাল স্কুলের বদৌলতে কেউ কেউ ভাল শিক্ষা পাচ্ছে, আর মন্দ স্কুলের বদৌলতে কেউবা পাচ্ছে নীচুমানের শিক্ষা। সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষ তৈরি হচ্ছে। একথা অবশ্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেলায়ও খাটে। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্ররা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না। আবার বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জানাজানিতে বিজ্ঞাপন টানিয়েও ছাত্র জোগাড় করতে পারে না।

আর এই দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থার কুফল গোটা সমাজেই পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দরিদ্র জনসাধারণের বঞ্চনার পরিবেশ আরও পাকাপোক্ত করে তুলেছে। সরকারী প্রাইমারী স্কুল থেকে পাস করা দরিদ্র মানুষের সন্তানেরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে পিছিয়ে থাকা মানুষেরা ক্রমান্বয়ে পিছিয়েই পড়ছে। সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়ুয়া ছাত্ররা কিছুতেই ভাল মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। ভর্তি হতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষায়তনে। এই অবস্থার অবসান অপরিহার্য।

আমরা যতদূর জানি প্রাইমারী স্কুলগুলির পরিবেশগত মানোন্নয়নে সরকার গত তিন বছরে উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধাও সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু তার পরও লেখাপড়া কেন হয় না, সে এক রহস্য বটে। তবে এ রহস্যের জট উন্মোচনও খুব দুরূহ হওয়ার কথা নয়। আমাদের মনে হয় সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তদারকির অভাব আছে বলেই প্রাইমারী স্কুলগুলি যেনতেন ভাবে চলে। আর সমাজের হেঁ চে তুলতে পারেন তাদের সন্তানরা তো অভিজাত স্কুলেই পড়ে।

শুধু মহানগরী বলেই কথা নয়, গোটা দেশের প্রাইমারী স্কুলেই শিক্ষা পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন এবং সেখানে মানসম্মত লেখাপড়া হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও নিয়মিত তদারকীর ব্যবস্থা নেয়া দরকার। যত্ন নিলে যে ভাল লেখাপড়া হয় রাজধানীর ভাল স্কুলগুলিই তার নজীর। অতএব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন ভাল শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে না? নামকাওয়াস্তে হাজিরার জন্য তো স্কুল নয়। সরকার যখন প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় করছেন, তখন সে অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা তাও সরকারকেই দেখতে হবে।